بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মোতাবেক ২৫ তবলীগ, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, এতে বিদায় হজ্জের ঘটনার কথা এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, দশম হিজরীর যিলকদ মাসের ছয়দিন বাকি থাকতেই মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। একটি ভাষ্য অনুসারে তিনি শনিবার দিন যাত্রা করেন। **(সীরাতুল হালবিয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬১, বাব হুজ্জাতুল বিদা, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

যাহোক, এতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বিদায় হজ্জের সংকল্প করেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার কাছে একটি উট আছে। (আপনি অনুমতি দিলে) এর পিঠে আমরা আমাদের পাথেয় তুলে নেই? মহানবী (সা.) বলেন, (ঠিক আছে) তাই কর। কাজেই, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উভয়ের মালপত্রের জন্য একটিই উট ছিল। তিনি (সা.) পাথেয় হিসেবে কিছু আটা ও ছাতু নেন আর (তা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র উটের পিঠে তুলে দেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সেটি (অর্থাৎ, উটটি) তাঁর ভৃত্যের দায়িত্বে দিয়ে দেন।

হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমরা যখন **'আরজ'** নামক স্থানে পৌঁছি তখন মহানবী (সা.) বাহন থেকে অবতরণ করেন আর আমরাও নামি। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর একপাশে বসেন আর আমি আমার পিতার পাশে বসে পড়ি। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মালপত্র একসঙ্গে একটি উটের পিঠে চাপানো ছিল। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেটি হযরত আবু বকর (রা.)'র ভৃত্যের কাছে ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তার আসার অপেক্ষায় ছিলেন। (কিছুক্ষণ পর) সেই ভৃত্য এলেও উটটি তার সাথে ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার উট কোথায়? সে বলে, গত রাতে আমি সেটি হারিয়ে ফেলেছি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, একটিমাত্র উট ছিল, তা-ও তুমি হারিয়ে ফেললে? এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলে মহানবী (সা.) মুচকি হেসে বলেন, এই এহরাম বাঁধা ব্যক্তি কী করছে দেখ! ইবনে আবী রিযমা বলেন, মহানবী (সা.) এই এহরাম বাঁধা ব্যক্তিকে দেখ যে, কি করছে! এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলেন নি; এবং তিনি মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। **{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১২-১৩, ফী হুসনে খুলকিহী (সা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত}, (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মানসিক. বাবুল মুহরেমে ইইয়াদ্দেবু গুলামাহু, হাদীস নংঃ ১৮১৮)**

যাহোক, কোন কোন সাহাবী যখন জানতে পারেন, মহানবী (সা.)-এর পাথেয় বা রসদপত্র হারিয়ে গেছে তখন তারা হীস নিয়ে আসেন (হীস হচ্ছে এক প্রকার সুস্বাদু হালুয়া যা খেজুর, আটা এবং মাখন দিয়ে প্রস্তুত করা হয়) আর তা মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে পেশ

করেন। হযরত আবু বকর (রা.), যিনি তাঁর ভৃত্যের প্রতি রাগ ঝাড়ছিলেন, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে আবু বকর! নম্রতা অবলম্বন কর। এ বিষয়টি তোমার হাতেও নেই আর আমাদের হাতেও না। এই ভৃত্য অবশ্যই চেষ্টা করে থাকবে যাতে উটটি না হারায়, কিন্তু (তা সত্ত্বেও) হারিয়ে গেছে। যাহোক, তিনি (সা.) বলেন, এগুলো নাও, আমাদের জন্য এই পবিত্র খাবার এসেছে যা আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন আর এই ভৃত্যের সাথে আমাদের যে খাবার ছিল তা এর বিনিময়স্বরূপ। এরপর মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)ও সেই খাবার খান এবং তারাও খান যারা তাঁদের উভয়ের সাথে আহার করতেন; এমনকি তারা সবাই পরিতৃপ্ত হন। এরপর হযরত সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল (রা.) (সেখানে) পৌঁছেন। তার দায়িত্ব ছিল কাফেলার পেছনে আসা। যেমনটি ইফ্কের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, তার দায়িত্ব ছিল (কাফেলার) পেছনে কোন জিনিস পড়ে আছে কিনা তা দেখা। হযরত সাফওয়ান (রা.) যখন আসেন তার সাথে উট ছিল আর এর পিঠে পাথেয়ও রাখা ছিল। উটটি তিনি মহানবী (সা.)-এর তাবুর দরজায় এনে বসান। তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, দেখ! তোমার জিনিসপত্রের মধ্য থেকে কিছু হারিয়ে যায় নি তো? হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমাদের পানি পান করার পেয়ালাটি ছাড়া অন্য কিছুই হারায় নি। তখনই সেই ভৃত্য বলে, আগে থেকেই ওই পেয়ালাটি আমার কাছে আছে। **(সীরাতুল হালবিয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫, বাব হুজ্জাতুল বিদা, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত), (ফরহঙ্গে সীরাত, পৃঃ ১১০, করাচীর যওয়ার একাডেমী থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)ও ছিলেন। তারা যুল হুলায়ফায় পৌঁছলে সেখানে হযরত আসমা (রা.)'র গর্ভে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের জন্ম হয়। যুল হুলায়ফা মদীনা থেকে ছয়–সাত মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে (সন্তান) জন্মের সংবাদ দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আসমাকে বল, সে যেন গোসল করে হজ্জের এহরাম বেঁধে নেয় এবং সেসব কাজ করে যা অন্যরা, অর্থাৎ হাজীরা করে; কিন্তু সে যেন কা'বা শরীফের তওয়াফ না করে। **(সুনান নেসাঈ, কিতাবুল মানাসিকুল হাজ্জি, বাবুল গুসলে লিল্ এহলাল, হাদীস নংঃ ২৬৬৪), (মু'জিমুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.) যখন উসফান উপত্যকা অতিক্রম করেন তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! এটি কোন উপত্যকা? আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, এটি উসফান উপত্যকা। (তখন) তিনি (সা.) বলেন, হযরত হূদ (আ.) এবং হযরত সালেহ্ (আ.) খেজুর (গাছের) বাকলের লাগাম পড়ানো দু'টি লাল উটে আরোহণ করে আলখেল্লা পরিহিত অবস্থায়, সাদা ও কালো নকশা করা চাদর জড়িয়ে তালবিয়া বলতে বলতে 'বায়তুল আতীক'–এর হজ্জের উদ্দেশ্যে এ পথ ধরে গিয়েছিলেন। **{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬১-১৩, ফী সিয়াক হুজ্জাতুল বিদা', বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত}**

বিদায় হজ্জের সফরে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তাদের মাঝে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও ছিলেন। **(সীরাতুল হালবিয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯, বাব হুজ্জাতুল বিদা, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় দেখি, সুহায়েল বিন আমর (কুরবানীর পশু) জবাই করার স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন আর মহানবী (সা.)-এর কুরবানীর

পশুকে তাঁর কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। মহানবী (সা.) স্বহস্তে সেটি জবাই করেন, এরপর নরসুন্দরকে ডেকে নিজের চুল কামান। তিনি (রা.) বলেন,

আমি সুহায়েলকে দেখি, সে নিজের চোখে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কেশ স্পর্শ করছিল। তিনি (রা.) বলেন, তখন আমার মনে পড়ে এই সুহায়েলই হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-কে **'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'** লিখতে বাধা দিয়েছিল; যা সন্ধিতে লেখার কথা ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ও প্রশংসা কীর্তন করি যিনি সুহায়েলকে ইসলামের পানে হিদায়েত দিয়েছেন। **{সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪, ফী গযওয়াতুল হুদাইবিয়াহ্, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত}** আর হিদায়েত দেয়ার পর তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় সীমাহীন উন্নতি করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর অন্তিম অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র নামায পড়ানোর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর অসুস্থতার সময় বলেন, আবু বকরকে বল; সে যেন লোকদের নামায পড়ায়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হযরত আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থলে (নামায পড়াতে) দাঁড়াবেন তখন কান্নার কারণে তিনি তিলাওয়াত করতে পারবেন না। তাই আপনি হযরত উমর (রা.)-কে নামায পড়াতে বলুন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি হযরত হাফসা (রা.)-কে বলি, মহানবী (সা.)-কে আপনি বলুন যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন তখন কান্নার কারণে তিনি লোকদের শোনাতে পারবেন না। তাই আপনি হযরত উমর (রা.)-কে বলুন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়িয়ে দেন। হযরত হাফসা (রা.) তা-ই করেন, তখন মহানবী (সা.) অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, চুপ কর। তোমরা তো (দেখছি) ইউসুফের মহিলাদের মতো (করছ)। আবু বকরকে বল, সে-ই যেন লোকদের নামায পড়ায়। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু আহলিল ইলমি ওয়াল ফাযলি আহাক্কু বিল্ আমানাতি, হাদীস নং: ৬৭৯)**

মৃত্যুর পূর্বে মহানবী (সা.) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র অনুপস্থিতিতে হযরত বিলাল (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে নামায পড়াতে বলেন। মহানবী (সা.) তাঁর কক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)'র আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ্ এবং মুসলমানরা আবু বকর ছাড়া অন্য কারো নামায পড়ানো পছন্দ করে না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে পাঠানো হলে তিনি (রা.) তখন এসে পৌঁছেন যখন হযরত উমর (রা.) নামায পড়ানো শেষ করেছিলেন। এরপর থেকে মহানবী (সা.)-এর অসুস্থতাকালীন সময় এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-ই নামায পড়াতে থাকেন। **(আল্ ইস্তিয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৭, হরফুল আঈন, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর (রা.)-কে লোকদের নামায পড়ানের নির্দেশ প্রদান করেন, তাই তিনি (রা.) তাদের নামায পড়াতেন। উরওয়া (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) তাঁর অসুস্থতায় কিছুটা আরাম বোধ করলে (কক্ষ থেকে) বেরিয়ে মসজিদে আসেন। এসে দেখেন, হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে লোকদের নামায পড়াচ্ছেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে দেখে পিছনে সরে গেলে মহানবী (সা.) তাকে ইঙ্গিতে স্বস্থানেই অবস্থান করতে বলেন আর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সমান্তরালে তার পাশেই বসে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-

এর নামাযের সাথে নামায পড়েন আর লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)'র নামাযের সাথে নামায পড়তেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব মান ক্বামা ইলা জামবিল ইমামে লিইল্লাতি..., হাদীস নংঃ ৬৮৩)**

এটিও বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত। অনুরূপভাবে সহীহ্ বুখারীতেই আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন সেই অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের নামায পড়াতেন। এভাবে যখন সোমবার আসে আর তিনি (রা.) নামাযের সারিতে (দাঁড়িয়ে) ছিলেন তখন মহানবী (সা.) কামরার পর্দা সরান। মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা যেন পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠার মতো দেখাচ্ছিল। এরপর মহানবী (সা.) খুশি হয়ে মুচকি হাসেন আর আমাদের মনে হয়, মহানবী (সা.)-কে দেখার ফলে আনন্দে আমরা পরীক্ষায় পড়ে যাব। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) তার গোড়ালিতে ভর দিয়ে পেছনের সারিতে শামিল হওয়ার জন্য পেছনে চলে আসেন আর তিনি (রা.) মনে করেন, মহানবী (সা.) নামাযের জন্য (কামরা থেকে) বাহিরে আসছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) ইঙ্গিতে বলেন, নামায সম্পূর্ণ কর এবং এরপর পর্দা টেনে দেন আর সেই দিনই তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব আহলিল ইলমি ওয়াল্ ফাযলি আহাক্কু বিল আমানাতি, হাদীস নংঃ ৬৮০)**

প্রথম রেওয়ায়েত সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তখন চরম দুর্বলতার কারণে তিনি নামায পড়াতে সক্ষম ছিলেন না, তাই তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন নামায পড়ানো শুরু করেন তখন তিনি (সা.) কিছুটা সুস্থ বোধ করেন এবং নামাযের জন্য যান। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেয়ার পর নামায শরু হয়ে গেলে তিনি (সা.) কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। অতএব, তিনি (সা.) দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে বের হন। তিনি (রা.) বলেন, এখনও আমার দৃষ্টিপটে সেই দৃশ্য ভাসছে। অর্থাৎ, ব্যথার তীব্রতার কারণে মহানবী (সা.)-এর পা মাটিতে হিঁচড়াচ্ছিল। মহানবী (সা.)-কে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) পেছনে সরে যাবার সংকল্প করেন। (তার) এই সংকল্প সম্পর্কে বুঝতে পেরে মহানবী (সা.) আবু বকর (রা.)-কে ইশারায় বলেন, নিজের জায়গাতেই থাক। এরপর মহানবী (সা.)-কে সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র পাশে বসে পড়েন। এরপর মহানবী (সা.) নামায পড়তে আরম্ভ করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর অনুকরণে নামায পড়তে থাকেন আর অন্যরা হযরত আবু বকর (রা.)'র নামাযের অনুসরণ করতে থাকে। **{সীরাতুন নবী (সা.), আনওয়ারুল উলূম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৬-৫০৭}**

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে এক স্থানে উরওয়া বিন যুবায়ের মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) সুনাহ্'তে ছিলেন। অর্থাৎ শহরতলীর একটি গ্রাম সুনাহ্'য় ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু সংবাদ যখন পৌঁছে তখন উক্ত সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে ছিলেন না হযরত উমর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন,

আল্লাহ্‌র কসম! আমার হৃদয়ে এ ভাবনারই উদয় হয়েছিল যে, আল্লাহ্ অবশ্যই কতক মানুষের হাত পা কাটার জন্য তাঁকে উত্থিত করবেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) এসে পড়েন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁকে চুম্বন করেন এবং বলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত। আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পূত-পবিত্র। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ্ আপনাকে কখনো দু'টি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। একথা বলে হযরত আবু বকর (রা.) বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বলেন, হে শপথকারী! থাম। অর্থাৎ, হযরত উমর (রা.)-কে বলেন; ক্ষান্ত হও। হযরত আবু বকর (রা.) যখন কথা বলতে আরম্ভ করেন তখন হযরত উমর (রা.) বসে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করে বলেন, الامن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت অর্থাৎ, দেখ! যে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপাসনা করতো সে জেনে নিক নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র উপাসনা করতো সে জেনে নিক, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত পাঠ করেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (সূরা আয্ যুমারঃ ৩১) অর্থাৎ, তুমিও মরণশীল আর তারাও মরণশীল এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৫) অর্থাৎ, মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বের সমস্ত রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। তাহলে তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে (অর্থাৎ, পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে)? আর যে-ই নিজ গোড়ালিতে ফিরে যাবে সে কখনোই আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না আর অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে মানুষ এত কাঁদে যে, তাদের হেঁচকি উঠে যায়। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলি আসহাবিন্ নবী (সা.), বাব ক্বওলুন্ নবী (সা.) লাও কুনতু মুত্তাখিযা খলীলা, হদীস নংঃ ৩৬৬৭-৩৬৬৮)**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! মনে হচ্ছিল, হযরত আবু বকর (রা.)'র উক্ত আয়াত পাঠ করার পূর্বে মানুষ যেন জানতো-ই না যে, আল্লাহ্ এই আয়াতও অবতীর্ণ করেছিলেন। সবাই যেন তাঁর কাছ থেকে এই আয়াত শিখেছে। এরপর আমি যাকেই পেয়েছি তাকে উক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব আমাকে বলেছেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি হযরত আবু বকর (রা.)-কে উক্ত আয়াত পাঠ করতে শোনামাত্র এতটা শঙ্কিত হই যে, ভয়ে আমার পা আমার দেহের ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে আর আমি মাটিতে পড়ে যাই। হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ আয়াত পড়তে শুনে আমি নিশ্চিৎ হয়ে যাই যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারযিন্ নবী (সা.) ওয়া ওফতিহি, হাদীস নংঃ ৪৪৫৪)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন উমর (রা.) বলছিলেন, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন নি এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্তেকাল করবেন না যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা মুনাফিকদের (পূর্ণরূপে) হত্যা না করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, তারা অর্থাৎ সাহাবীরা একথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং নিজেদের মাথা তুলে তাকাতেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে ভদ্র মানুষ, মহানবী (সা.) নিশ্চয় মৃত্যুবরণ করেছেন! [অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন।] তুমি কি শোন নি যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন; إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (সূরা আয্ যুমারঃ ৩১) অর্থাৎ, তুমিও

মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। আর এ-ও বলেছেন, **وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ** (সূরা আল্ আম্বিয়াঃ ৩৫) অর্থাৎ, আর আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করি নি? এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মিম্বরে উঠেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। যাহোক, এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আবু আব্দুল্লাহ্ কুরতুবী বর্ণনা করেন, এই ঘটনাটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র অসম সাহসিকতার অনেক বড় প্রমাণ, কারণ সাহসিকতার বড় পরিচয় হল, বিপদাপদ আপতিত হবার সময় মনোবল দৃঢ় থাকা; আর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর বিপদের চেয়ে বড় কোন বিপদ সে সময় মুসলমানদের জন্য ছিল না। অতএব, সেই (কঠিন) মুহূর্তে তাঁর সাহসিকতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে। **(আল্ মওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭, ইসলামী ছাপাখানা থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

দু'টোই প্রকাশ পেয়েছে, বীরত্বও প্রকাশ পেয়েছে যে কারণে শোকের ধাক্কা সামলে উঠেছেন, আর পবিত্র কুরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, এথেকে (তাঁর) পাণ্ডিত্যও প্রকাশ পেয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "হাদীস ও ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে এই রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ আছে যে, সাহাবীদের ওপর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তারা বিচলিত হয়ে পড়েন; কয়েকজন তো বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন আবার কয়েকজন চলৎশক্তি হারিয়ে বসে। কেউ কেউ নিজেদের বোধ-বুদ্ধির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং কতকের ওপর এই শোকের এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, কয়েকদিন শোকাতুর থেকে মারা যান। হযরত উমর (রা.)'র ওপর এই শোকের এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাসই করতে পারেন নি এবং তিনি তরবারি হাতে উঠে দাঁড়ান ও বলেন, যদি কেউ একথা বলে যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন- তবে আমি তাকে হত্যা করব। তাঁকে মূসা (আ.)-এর মতো ডেকে পাঠানো হয়েছে; তিনি যেভাবে চল্লিশ দিন পর ফিরে এসেছিলেন, তেমনিভাবে তিনি (সা.)ও কিছুদিন পর ফিরে আসবেন এবং তাঁর (সা.) নামে অপবাদ রটনাকারী ও মুনাফিকদের হত্যা করবেন আর ক্রুশবিদ্ধ করবেন। তিনি এরূপ আবেগের সাথে এই দাবিতে অনড় ছিলেন যে, তাঁর এই কথার খণ্ডন করা সাহাবীদের কারো সাধ্যে কুলোয় নি। হযরত উমর (রা.)'র এরূপ উত্তেজনা দেখে কারো কারো বিশ্বাস জন্মে যে, একথাই সঠিক, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি; আর তাদের চেহারায় আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মুহূর্তপূর্বে তারা নতশিরে বসে ছিলেন, আর এখন আনন্দে মাথা তুলছেন। এমন পরিস্থিতি দেখে কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবী মিলে একজন সাহাবীকে প্রেরণ করেন যেন তিনি গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-কে দ্রুত নিয়ে আসেন, যিনি মাঝে মহানবী (সা.)-এর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তাঁর (সা.) অনুমতি সাপেক্ষে মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। যাহোক, রওয়ানা হতেই তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র দেখা পেয়ে যান; [তিনি (রা.) ফিরে আসছিলেন;] তাঁকে দেখেই সেই সাহাবীর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে, (সেই সাহাবীর যিনি সংবাদ দিতে যাচ্ছিলেন;) তিনি কান্নার আবেগ আর সামলাতে পারেন নি। কি ঘটেছে তা হযরত আবু বকর (রা.) বুঝে ফেলেন এবং সেই সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কি মৃত্যু বরণ করেছেন? তিনি উত্তর দেন, হযরত উমর (রা.) বলছেন, যে বলবে মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন- আমি তরবারি দিয়ে তার শিরোচ্ছেদ করব। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে যান। তাঁর (সা.) পবিত্র দেহের ওপর যে চাদরটি ছিল তা সরিয়ে দেখেন এবং নিশ্চিত হন যে, তিনি (সা.) সত্য সত্যই মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজ প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের

শোকে তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং হযরত আবু বকর (রা.) নীচে ঝুঁকে তাঁর (সা.) ললাট চুম্বন করেন ও বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'লা আপনার ওপর দু'টি মৃত্যু একত্রিত করবেন না। আপনার মৃত্যুতে পৃথিবীর এমন ক্ষতি হয়েছে যা কোন নবীর মৃত্যুতে হয়নি। আপনার সত্তা বর্ণনার ঊর্ধ্বে এবং আপনার মর্যাদা এমন যে, কোন শোক আপনার বিচ্ছেদের কষ্ট কমাতে পারে না। আপনার মৃত্যু ঠেকানোর ক্ষমতা যদি আমাদের থাকত তাহলে আমরা সবাই আমাদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও আপনার মৃত্যুকে আটকাতাম। একথা বলে তিনি আবার তাঁর (সা.)-এর গায়ে কাপড় জড়িয়ে দেন এবং সেখানে আসেন যেখানে হযরত উমর (রা.) সাহাবীদের নিয়ে বসেছিলেন এবং তাদেরকে বলছিলেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং জীবিত আছেন। তিনি (রা.) সেখানে এসে হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনি একটু চুপ করুন। কিন্তু তিনি তাঁর কথা না মেনে নিজের কথাই বলতে থাকেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) একপাশে সরে গিয়ে লোকদের বলেন, মহানবী (সা.) আসলে ইন্তেকাল করেছেন। সাহাবীগণ হযরত উমর (রা.)-কে ছেড়ে তাঁর চারপাশে সমবেত হন। আর অবশেষে হযরত উমর (রা.)-কেও তাঁর কথা শুনতে হয়। যেমনটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (সূরা আয্ যুমার: ৩১)

يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)ও কেবল একজন রসূল। তাঁর পূর্বেকার সকল রসূল মারা গেছেন। অতএব, তিনি (সা.) যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে? তুমিও অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে আর তারাও মৃত্যু বরণ করবে। হে লোক সকল! যে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপাসনা করতো সে শুনে নিক যে, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ্ তা'লার উপাসনা করতো সে স্মরণ রাখুক, আল্লাহ্ জীবিত, তিনি মৃত্যু বরণ করেন না। হযরত আবু বকর (রা.) যখন উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করে লোকদের বলেন যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন তখন সাহাবীদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়; আর তারা অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকেন। হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন কুরআনের আয়াত দ্বারা তাঁর (সা.) মৃত্যু সাব্যস্ত করেন তখন আমার মনে হল যেন, এই আয়াত দু'টি আজই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমার হাঁটু আমার দেহভার বহন করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। আমার পা দোদুল্যমান হতে থাকে। আর আমি দুঃখের আতিশয্যে মাটিতে পড়ে যাই। **(দাওয়াতুল আমীর, আনওয়ারুল উলূম, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৫-৩৪৭)**

এ প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের প্রথম ইজমা বা ঐকমত্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন যাদের মধ্যে মসীহ্ (আ.)ও অন্তর্ভুক্ত। অতএব, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে যখন সকল মুসলমান বিচলিত হয়ে পড়ে এবং এই শোক তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠে, তখন হযরত উমর (রা.) একই আতঙ্কে তরবারি বের করেন এবং বলেন, কেউ যদি বলে মহানবী (সা.) মারা গেছেন, আমি তার ঘাড় কেটে ফেলবো। মহনবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং হযরত মূসা (আ.)-এর মতো খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন, (তিনি) পুনরায় ফিরে আসবেন এবং মুনাফিকদের নির্মূল করবেন, তারপর তিনি মারা যাবেন। তাঁর বিশ্বাস যেন এটি ছিল যে,

মুনাফিকরা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। আর মুনাফিকরা যেহেতু তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাই তিনি মনে করেছিলেন যে; তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি। হযরত আবু বকর (রা.) তখন মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। (তিনি) ফিরে আসেন আর মহানবী (সা.) এর বাড়িতে যান। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহ দেখেন। তিনি (সা.) সত্যিই মারা গিয়েছেন কি-না তা নিশ্চিত হন। এরপর তিনি (রা.) একথা বলতে বলতে বাইরে বের হয়ে আসেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে দু'টি মৃত্যু দিবেন না। অর্থাৎ, একটি দৈহিক মৃত্যু এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক মৃত্যু, যার কারণে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিতপরে মুসলমানদের বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। অতঃপর তিনি (রা.) সোজা সাহাবীদের সমাবেশে যান এবং লোকদের বলেন, আমি কিছু বলতে চাই। হযরত উমর (রা.) তরবারি হাতে দণ্ডায়মান ছিলেন আর এই সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, যদি কেউ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর ঘোষণা করে তাহলে আমি তাকে হত্যা করব। হযরত আবু বকর (রা.) দণ্ডায়মান হন আর তিনি মানুষকে সম্বোধন করে সেই কথাই বলেন। অর্থাৎ, من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت

(উচ্চারণ: **'মান কানা মিনকুম ইয়াবুদু মুহাম্মাদান ফা ইন্না মুহাম্মাদান কাদ মাতা, ওয়া মান কানা মিনকুম ইয়াবুদুল্লাহা ফা ইন্নাল্লাহা হাইয়ুন লা ইয়ামুতু'**।) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইবাদত করতো সে শুনে নিক যে, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতো সে আনন্দিত হোক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আর কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।

অতঃপর যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন যে, **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ** (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার রসূল ছিলেন আর তাঁর পূর্বে যত রসূল অতিবাহিত হয়েছেন সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাহলে তিনি কেন মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে আর ইসলাম পরিত্যাগ করবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন তখন আমার চোখ খুলে যায় আর আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন এই আয়াত এখনই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর আমার পা কেঁপে উঠে এবং আমি মাটিতে পড়ে যাই। এ কথা বর্ণনা করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **সাহাবীদের এটি একমাত্র ইজমা ছিল কেননা; তখন সকল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।** আর প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জীবনে এর পূর্বে কখনো এরূপ মুহূর্ত আসে নি, কেননা আর কখনো মুসলমানরা এভাবে একত্রিত হয় নি। এই ইজতেমায় হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত পাঠ করেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার একজন রসূল আর তাঁর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার যত রসূল এসেছেন তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব, তাঁর মৃত্যুবরণ করাও কোন আশ্চর্জের বিষয় নয় আর সমস্ত সাহাবী তাঁর সাথে সহমত পোষণ করেন।" **(মসআলাহ্ ওহী ও নবুয়্যত কে মুতায়াল্লেক ইসলামী নযরিয়্যাহ্, আনওয়ারুল উলূম, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ৩২৭-৩২৮)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও হযরত আবু বকর (রা.)'র বরাতে এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"এই উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র কত বড় অনুগ্রহ রয়েছে! যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সাধ্যাতীত। তিনি যদি সকল সাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুমকে মসজিদে নব্বীতে সমবেত করে এই আয়াত না শোনাতেন যে, পূর্বের সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন তাহলে এই উম্মত ধ্বংস হয়ে যেত, কেননা এরূপ অবস্থায় বর্তমান যুগের নৈরাজ্যবাদী আলেমরা একথাই বলতো যে, সাহাবী রাযিআল্লাহ্ আনহুমদেরও এই বিশ্বাসই ছিল যে, হযরত ঈসা জীবিত আছেন। কিন্তু এখন হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক উপরোক্ত আয়াত উপস্থাপন করার মাধ্যমে এই বিষয়ে সমস্ত সাহাবীর ইজমা হয়েছে যে, পূর্বের সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। বরং সেই ইজমা সম্পর্কে কবিতা রচিত হয়েছে। আবু বকর (রা.)'র আত্মার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা হাজার হাজার রহমতবারি বর্ষণ করুন। তিনি সবাইকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আর এই ইজমায় সকল সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে একজনও এর বাইরে ছিলেন না। আর এটি সাহাবীদের প্রথম ইজমা ছিল এবং এটি যারপরনাই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার ন্যায় কাজ ছিল। আবু বকর (রা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে একটি সাদৃশ্য রয়েছে। আর তা হল, পবিত্র কুরআনে উভয়ের সম্পর্কে খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, ইসলামের ওপর যখন এক ভীতিকর অবস্থা ছেয়ে যাবে এবং মুরতাদ হওয়ার ধারা আরম্ভ হয়ে যাবে তখন তাদের আবির্ভাব ঘটবে। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তদ্রুপই হয়েছে। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর শত শত অজ্ঞ মরুবাসী মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, আর কেবল দু'টি মসজিদ বাকি ছিল যেগুলোতে নামায পড়া হতো। হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় তাদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর একইভাবে মসীহ্ মওউদ এর যুগে কয়েক লক্ষ মানুষ ইসলাম (ধর্ম) ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যায়। আর এই উভয় পরিস্থিতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীরূপে তাদের উল্লেখ রয়েছে।" **(যমীমাহ্ বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃ: ২৮৫-২৮৬ এর টীকা)**

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে সম্মানিত সাহাবীরা জানতে পারেন তখন আনসাররা **সাকীফাহ্ বনু সায়েদা**'য় সমবেত হন। এই সমাবেশে খিলাফতের বিষয়ে আলোচনা হয়। আনসাররা খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্'র চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়। **{আলী মুহাম্মদ সালাবী প্রণীত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত আওর কারনামে, পৃ: ১৭৪}**

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি আনসারদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং ইসলাম সেবার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করে তাদেরকে খিলাফতের যোগ্য বলে ঘোষণা দেন, কিন্তু আনসাররা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কেই খিলাফতের যোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন; কিন্তু আনসাররা তখনও তার (হাতে) বয়আ'ত করেনি– এর মধ্যেই তাদের মধ্য থেকে কেউ এই প্রশ্ন করে যে, যদি মুহাজিররা তাকে খলীফা হিসেবে মেনে না নেয়, তাহলে কী হবে? তখন একজন প্রস্তাব দেন যে, একজন আনসারদের মধ্য থেকে এবং একজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে খলীফা হোক। কিন্তু হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এটিকে বনু অওস গোত্রের দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করেন। যখন আনসাররা **সাকীফাহ্ বনু সায়েদা**'য় খিলাফত সম্পর্কে বিতর্ক করছিল তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.), হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জার্‌রাহ্ (রা.) এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা মসজিদে নব্বীতে মহানবী (সা.)-এর বিয়োগান্তক হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্পর্কে কথা বলছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত

আলী (রা.) এবং আহলে বায়ত-এর অন্যান্য সদস্যরা মহানবী (সা.)-এর দাফন-কাফনের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। খিলাফত সম্পর্কে কারও কোন চিন্তাই ছিল না আর তারা এই বিষয়ে অনবহিত ছিলেন যে, আনসাররা এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে এবং আনসারদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর বা নেতা নির্বাচিত করতে চাচ্ছে। **(মুহাম্মদ হুসেইন হায়কল রচিত সিদ্দীকে আকবর, অনুবাদক: আজুম সুলতান শাহবায, পৃ: ৮৫-৮৬, লাহোরের শিরকাত প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রকাশিত)**

তাবাকাতে কুবরায় লিখা আছে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জার্‌রাহ্ (রা.)'র কাছে আসেন এবং বলেন, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি আপনার বয়আ'ত করতে পারি। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ভাষায় আপনাকে এই উম্মতের আমীন আখ্যায়িত করা হয়েছে। তখন হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনার ইসলামগ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি আপনার কাছ এতটা উদাসীনতাপূর্ণ কথা কখনো শুনিনি। আপনি কি আমার (হাতে) বয়আ'ত করবেন, অথচ আপনাদের মাঝে সিদ্দীক এবং সানীয়াসনাইন (তথা দু'জনের মাঝে একজন) অর্থাৎ, আবু বকর (রা.) উপস্থিত আছেন? **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৫, যিকরু বাইয়াতি আবী বকর, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

এই আলোচনার মাঝেই তারা আনসারদের জমায়েত সম্পর্কে অবহিত হন। তখন হযরত উমর (রা.) ভেতরে সংবাদ প্রেরণ করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে ডেকে পাঠান যে, জরুরী কাজ আছে। হযরত আবু বকর (রা.) দাফন-কাফনের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে বাইরে আসতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর হযরত উমর (রা.) পুনরায় সংবাদ প্রেরণ করেন যে, এমন এক তাৎক্ষণিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যেখানে আপনার উপস্থিতি আবশ্যক। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বাইরে বের হয়ে আসেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, এই মুহূর্তে মহানবী (সা.)-এর দাফন-কাফনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন্ কাজ থাকতে পারে, যার জন্য আপনি আমাকে ডেকেছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনি কি জানেন আনসাররা **সাকীফাহ্ বনু সায়েদা'**য় সমবেত হয়েছে আর হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে খলীফা বানানোর সংকল্প করছে। তাদের মাঝে এক ব্যক্তি বলেছে যে, একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবেন আর একজন আমীর কুরাইশদের মধ্য থেকে। একথা শোনামাত্রই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.)-কে সাথে নিয়ে **সাকীফাহ্ বনু সায়েদা'**য় যান। সেখানে তখনও বিতর্ক চলছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) তাদের মাঝে গিয়ে বসে পড়েন। **{মুহাম্মদ হুসেইন হায়কল রচিত হযরত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.), পৃ: ৮৬-৮৭, লাহোরের শিরকাত প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রকাশিত}, {আলহাজ্ব হাকীম গোলাম নবী রচিত সৈয়্যদনা সিদ্দীকে আকবর (রা.), পৃ: ৭২-৭৩, লাহোরের আদবিয়াত প্রেস থেকে প্রকাশিত}**

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, আমরা আনসারদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হই, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তি উয়ায়েম বিন সায়েদাহ্ এবং মা'ন বিন আদীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা দু'জন আনসারদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করার পর জানতে চায় যে, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তারা বলেন, আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের কাছে যাচ্ছি। তারা উভয়ে বলেন, তাদের কাছে যাওয়া আবশ্যক নয়; আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ হুদুদ, বাব রজমিল হাবলী মিনায্ যিনা... হাদীস নং: ৬৮৩০), (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ মাগাযী, হাদীস নং: ৪০২১)**

যাহোক, তারা (সেখানে) যান। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা আনসারদের কাছে পৌঁছি। আমি মনে মনে একটি বিষয় বলার জন্য ভেবে রেখেছিলাম যে, আনসারদের সামনে তা বর্ণনা করব। অতএব, আমি যখন তাদের কাছে পৌঁছি এবং কথা বলার উদ্দেশ্যে সম্মুখে অগ্রসর হই তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে বলেন, আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, এরপর তুমি যা খুশি বক্তব্য দিও। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বক্তব্য আরম্ভ করেন আর আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা তিনি (রা.) বর্ণনা করে দেন, বরং তার চেয়েও তিনি অধিক বর্ণনা করেন। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪২, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু বকর (রা.) যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন; হযরত আবু বকর (রা.) বক্তব্য আরম্ভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ও প্রশংসাকীর্তণের পর তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি মুহাম্মদ (সা.)-কে রসূল এবং নিজ উম্মতের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করেছেন যেন তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাঁর তৌহীদ তথা একত্ববাদের স্বাক্ষ্য দেয়, অথচ ইতিপূর্বে তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যের উপাসনা করতো এবং বলতো– এই উপাস্যরা খোদার সমীপে তাদের জন্য সুপারিশকারী এবং কল্যাণকর; অথচ সেগুলো ছিল পাথর দিয়ে খোদাই করা এবং কাঠ দ্বারা নির্মিত। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত পাঠ করেন–

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ (সূরা ইউনূসঃ ১৯)

অর্থাৎ, আর তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে তার ইবাদত করে যা তাদের অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না অথচ তারা বলে, এরা সবাই আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (সূরা আয্ যুমারঃ ৪) অর্থাৎ, আমরা তাদের কেবল এজন্য ইবাদত করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে নৈকট্যের উন্নত মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। আরবরা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করার বিষয়টি পছন্দ করে নি যে। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াতগুলো পাঠ করে বলেন, আরবদের এই বিষয়টি পছন্দ হয় নি যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) জাতির মধ্য থেকে প্রাথমিক মুহাজিরদের মহানবী (সা.)-এর সত্যায়নের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর (সা.) প্রতি ঈমান আনার জন্য আর তাঁর (সা.) প্রতি সহমর্মিতা এবং স্বজাতির পক্ষ থেকে চরম কষ্ট দেয়া এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মুখে তাঁর (সা.) সাথে অবিচল থাকার জন্য বেছে নিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, অথচ সবাই তাঁর বিরোধী ছিল এবং তাঁর ওপর নির্যাতন করতো। কিন্তু নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা এবং সকল মানুষের অন্যায়-অত্যাচার এবং তাঁদের বিপক্ষে গোটা জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো ভীত-ত্রস্ত হন নি। আর তারাই সবার আগে এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র ইবাদত করেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন। আর তাঁরা মহানবী (সা.)-এর বন্ধু ও পরিবার-পরিজন এবং তাঁর (সা.) তিরোধানের পর মানুষের মাঝে এই পদের সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাথে বিতণ্ডা করবে না। হে আনসারগণ! তোমরা হলে তারা, যাদের ধর্মীয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আল্লাহ্র ধর্ম ও তাঁর রসূলের (সা.) সাহায্যকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর হিজরতও তোমাদের দেশেই নির্ধারণ করেছেন। তাঁর (সা.)

সহধর্মিণী ও সাহাবীদের অধিকাংশই তোমাদের এখানে বসবাস করেন। প্রাথমিক মুহাজিরদের পর আমাদের কাছে তোমাদের ন্যায় মর্যাদার আর কেউ নেই। আমাদের মধ্য থেকে আমীর হবে আর তোমরা হবে উযীর বা সাহায্যকারী। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের (পরামর্শ) ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪২-২৪৩, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু বকর (রা.) **সাকীফাহ্ বনু সায়েদা**'য় যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, সীরাতে হালবিয়াতে এর বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, তিনি (রা.) বলেন, আম্মা বা'দ, খিলাফতের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, আরবের লোকেরা কুরাইশদের ব্যতিরেকে অন্য কোন গোত্রের অনুকূলে এটি মেনে নেবে না। কুরাইশ গোত্র তাদের বংশীয় মান-মর্যাদায় মাতৃভূমি মক্কার অধিবাসী হিসেবে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। বংশধারায় আমরা সমস্ত আরবের সাথে সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ, কেননা এমন কোন গোত্র নেই যারা কোন না কোন ভাবে কুরাইশের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে না। অপর দিকে আমরা মুহাজিররা হলাম তারা, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরাই মহানবী (সা.)-এর আত্মীয় এবং বংশের লোক এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়। আমরা আহলে নবুয়্যত এবং খিলাফতের অধিকার রাখি। {**আস্ সিরাতুল হালবিয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৪-৫০৫, বাব মা ইউযকারু ফীহে মুদ্দাতু মারযিহি, ওয়ামা ওয়াকায়া ফীহে, ওয়াফাতুহু (সা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত**}

এসব ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদে হযরত আবু বকর (রা.)'র ভূমিকা বর্ণনা করেছেন এবং একথা বর্ণনার পর যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এসে মুসলমানদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করেন এবং তাঁর (সা.) মৃত্যুর ঘোষণা দেন। এরপর বর্ণিত হয়েছে যে, বর্ণনাকারী বলেন, এর পর (অর্থাৎ, বক্তব্য প্রদান এবং মৃত্যুর ঘোষণা দেয়ার পর) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) দ্রুত **সাকীফাহ্ বনু সায়েদা** অভিমুখে রওয়ানা হন, অতঃপর তাদের কাছে পৌঁছলে হযরত আবু বকর (রা.) বাক্যালাপ শুরু করেন এবং তিনি (রা.) পবিত্র কুরআনে আনসাদের সম্পর্কে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা থেকে কোন কিছুই বাদ রাখেন নি এবং মহানবী (সা.) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন– তা সব বর্ণনা করেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমাদের জানা আছে যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন; সকল মানুষ যদি এক উপত্যকায় চলে যায় আর আনসাররা অন্য উপত্যকায় থাকে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকায় হাঁটব।

এরপর হযরত সা'দ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে সা'দ! তোমার নিশ্চয় স্মরণ থাকবে, তুমি বসে ছিলে আর মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **খিলাফতের অধিকারী হবে কুরাইশ**। মানুষের মাঝে যারা সবচেয়ে পুণ্যবান তারা কুরাইশদের পুণ্যবান সদস্যের অনুগামী হবে আর যারা পাপী তারা কুরাইশদের পাপীদের অধীনস্থ হবে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হ্যাঁ আপনি সঠিক বলেছেন, আমরা 'উযীর' এবং আপনারা 'আমীর'। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আবু বকর, হাদীস নংঃ ১৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮-১৫৯, কায়রোর দ্বারুল্ হাদীস থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত)**

আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। অবস্থা চরম ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে এবং করবে আর (ভয়াবহতা) বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল একটি দেশ নয়, বরং

এই উত্তেজনা যদি বাড়তে থাকে তাহলে অনেকগুলো দেশ এতে জড়িয়ে পড়বে আর এর বিভীষিকাময় পরিনামের প্রভাব প্রজন্মপরম্পরায় বিরাজমান থাকবে। আল্লাহ্ করুন, এরা যেন আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে এবং নিজেদের জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেন মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে। যাহোক, আমরা কেবল দোয়া করতে পারি এবং করিও, (তাদেরকে) বুঝাতে পারি এবং বুঝাইও আর এক দীর্ঘ সময় ধরে আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু এ দিনগুলোতে বিশেষত আহমদীদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করুন; যে বিষয়ে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে, কত ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারে।

নামাযের পর আমি একজনের অর্থাৎ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম খুশী মুহাম্মদ শাকের সাহেবের গায়েবানা জানাযা পড়াব। সম্প্রতি ৬৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার দাদা হযরত মৌলভী করীম বখ্‌শ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি প্লেগের নিদর্শন দেখে বয়আ'ত করেছিলেন। হযরত মৌলভী করীম বখ্‌শ সাহেব (রা.)'র স্ত্রী ফযল বিবি সাহেবার ভাই হযরত হাজী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আ'তগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত হাজী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.)'র নাম তারীখে আহমদীয়াতের অষ্টম খণ্ডে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের তালিকায় তেইশ নম্বরে উল্লেখ আছে। **(যমীমা তারীখে আহমদীয়াত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১)**

যাহোক, খুশী মুহাম্মদ শাকের সাহেবের ব্যাপারে যতটুকু জানা যায় যে, তিনি ১৯৬৯ সনে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর জীবন উৎসর্গ করেন ও জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৭৭ সনে জামেয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৮ সনে আরবী ফাযেল পরীক্ষা পাশ করেন, এরপর জামা'তের সেবা করতে থাকেন। এর পাশাপাশি তিনি ১৯৮৭ সনে ইসলামিয়াতে এম,এ ডিগ্রীও অর্জন করেন এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর ছাড়াও তিনি গিনী কোনাকরিতেও জামাতের মুবাল্লিগ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। সেখানে তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষায়ও ডিপ্লোমা করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছয়জন পুত্র দান করেছেন। তার এক পুত্র নাসের ইসলাম সাহেব জামা'তের মুরব্বী। বর্তমানে রাবওয়াতেই কর্তব্যরত আছেন।

১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯১ থেকে ২০০৭ সন পর্যন্ত সিয়েরা লিওন ও গিনী কোনাকরিতে কাজ করার সৌভাগ্য পান। সেখান থেকে ফিরে আসার পর ২০০৮ সন থেকে আঞ্জুমানের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এডিশনাল নাযের এসলাহ্ ও এরশাদ মোকামী এবং নাযারত উমুরে আমা হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি যখন আফ্রিকায় ছিলেন, সেখানে তার মাধ্যমে অনেক পবিত্রাত্মা আহমদীয়াতভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। (তার প্রচেষ্টায়) অনেক জামা'তও প্রতিষ্ঠিত হয়। খুবই নিবেদিতপ্রাণ ও পরিশ্রমী মুবাল্লিগ ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তার অনেক ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী রয়েছে যে, (কর্মক্ষেত্রে) কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করতেন তা বিভিন্ন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। ১৯৮৬ সনে কলেমা তাইয়্যেবা সংক্রান্ত মামলায় তিনি আল্লাহ্‌র পথে বন্দি হবারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তার স্ত্রী লিখেন যে, আমার গোটা জীবন এ বিষয়ের সাক্ষী যে, তিনি আজ পর্যন্ত না কখনো নামায ত্যাগ করেছেন আর না তাহাজ্জুদ। জামা'তী সফর থেকে ফিরে এসে ক্লান্তি সত্ত্বেও অবশ্যই নামায আদায় করতেন এবং বাজামা'ত পড়ার চেষ্টা করতেন। চরম অসুস্থতা, এমনকি চলাফেরা করা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও অবশ্যই বাজামা'ত নামায পড়তে যেতেন। অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত থাকতেন। তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথে বিচরণকারী, খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা পোষণকারী, আনুগত্যকারী, বিনয়ী, মুরব্বী ও জামা'তী কর্মকর্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা, বদান্যতা, নিকটাত্মীয় ও দরিদ্রদের সাহায্যকারী, মিশুক ও তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহী মানুষ ছিলেন। জীবনের অন্তিম দিনগুলোতেও যখন স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে যায় তখন তাকে তিন দিন তিন রাত জরুরী বিভাগে নিতে হয়। যখনই ঘরে ফিরে আসতেন কখনোই তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগ করতেন না। একদিন তো হাসপাতাল থেকে আসেন, অসুস্থ শরীর ছিল; তাসত্ত্বেও ফযরের নামায পড়েন এবং প্রস্তুত হয়ে অফিসে চলে যান। যাহোক, যখন তাকে বাধা দেয়া হতো তখন বলতেন, এটিই একজন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর কাজ এবং আমার কাজ থেকে আমাকে বিরত রেখো না।

তার ছেলে জামাতের মুরব্বী নাসের ইসলাম বলেন, যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, বাবাকে সর্বদা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত দেখেছি এবং আনুগত্যের উচ্চ মানে পেয়েছি। জামা'তের ছোট বড় যে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাই হোক, তাদের আনুগত্য করতেন। দৈনিক সদকা-খয়রাত করা তার দৈনন্দিন রীতি ছিল। দিনের কাজ দিনেই শেষ করতেন। খুবই মিশুক স্বভাবের ছিলেন এবং তবলীগে গভীর আগ্রহ রাখতেন। তিনি বলেন, খাকসার স্বীয় পিতাকে নামাযে যাওয়ার সময় বা ফেরত আসার সময় বা প্রাতঃভ্রমণের সময় বা সফরের সময় আফ্রিকায় বা কোন হোটেলে বসে খাবার খাওয়ার সময় অথবা বিশ্রমাগারে অপেক্ষারত অবস্থায় পুলিশের কর্মকর্তাই হোক বা সেনা কর্মকর্তা, যাদের সাথেই সাক্ষাৎ হতো (তিনি) তাদের তবলীগ করতেন এবং কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। কোথাও কোন মানুষকে দেখলে আমরা বলতাম, এখন আমাদের বাবা এই ব্যক্তিকে দেখেছেন (তিনি আব্বার হাত থেকে) বাঁচতে পারবেন না, তাকে (তিনি) তবলীগ করেই ছাড়বেন।

এছাড়া তার আরেক ছেলে বলেন, বাবা বলেছেন, আফ্রিকায় তবলীগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিচ্ছিল, অনেক দোয়া করেছি, তাহাজ্জুদ পড়ার পর সেজদায় আওয়াজ শুনতে পাই **"আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার কোনো উপাদান নেই"**। (তিনি) বলেন, পরের দিন তবলীগের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা ছিল তা দূর হয়ে যায়। যাহোক, তার সম্পর্কে অনেক মানুষ বিভিন্ন ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন আর প্রত্যেকে একথাই লিখেছেন যে, (মরহুম) মিশুক ছিলেন, বিনয়ী ছিলেন, দোয়াকারী ছিলেন। খিলাফতের সাথে (মরহুমের) ছিল দৃঢ় সম্পর্ক এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তিনি পরিপূর্ণ আস্থাশীল একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। (মরহুমের) পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকে তার পুণ্যকর্ম সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)
(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৮-২৪ মার্চ, ২০২২, পৃঃ ৫-১০)